দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JUN. 21 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৮

99

বই প্রকাশের দরপত্রে অবাস্তব শর্ত আরোপ

এ বছর বোর্ডের মাধ্যমিক শ্রেণীর বইয়ের মান কমবে ॥ থেকে যাবে ভুলভ্রান্তি

মাসুদ কামাল

আসন্ন শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এক জটিল সঙ্কট সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। নতুন বছরের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে অবাস্তব কিছু শর্ত জুড়ে দেয়ায় বেড়ে যাবে বইয়ের দাম। দাম বাড়লেও মান বাড়বে না, বরং তুলনামূলক নিম্নমানের কাগজে ছাপা হবে। সেই সঙ্গে যথারীতি থেকে যাবে পূর্ববর্তী বছরের অসংখ্য ভুলভ্রান্তি, বাস্তবায়িত হবে না মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংবলিত অধ্যায়সমূহ সংযোজনের বিষয়টিও।

টেক্সট বুক বোর্ড ইতোমধ্যে আগামী বছরের মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের জন্য দরপত্র আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। সেই বিজ্ঞপ্তির কতিপয় শর্ত আগামী বছরের বইয়ের দাম ও মান সম্পর্কে জন্ম দিয়েছে কিছু আশঙ্কার। প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র হলেও এবার সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, পাঠ্যপুস্তকে অবশ্যই খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের উৎপাদিত ৬১ গ্রামের সবুজ নিউজপ্রিন্ট কাগজ ব্যবহার করতে হবে। পুস্তক ব্যবসায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত একাধিক ব্যক্তি বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত পাঠ্যপুস্তকের মান ও সরবরাহের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, এতদিন বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ৪৮ গ্রাম সাদা নিউজপ্রিন্টে ছাপা হতো পাঠ্যপুস্তক। ফলে বইগুলো যেমন টেকসই হতো তেমনি দামও পড়ত কম।

কিন্তু খুলনা নিউজপ্রিন্টের মোটা ও রঙিন কাগজে ছাপতে গেলে বইয়ের মান নেমে যাবে, দামও যাবে বেড়ে। তাছাড়া প্রয়োজনের সময় চাহিদা অনুযায়ী মিল কাগজ সরবরাহ করতে পারবে কিনা তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। সে রকম কিছু ঘটলে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কটের '৯৬ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থাকবে। সংশ্লিষ্ট অপর একটি মহল জানায়, পূর্ববর্তী বছরের যে বিপুলসংখ্যক অবৈধ বই বাজারে রয়ে গেছে সেগুলোকে প্রটেকশন দিতেই বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবার এসব উদ্ভট শর্তাবলী জুড়ে দিয়েছে। খোলাবাজারের ৪৮ গ্রাম নিউজপ্রিন্ট ব্যবহারের সুযোগ দিলে বইয়ের দাম কমে যাবে, তখন পূর্ববর্তী বছরের বইগুলো মার খাবে। হাতেগোনা কয়েক জন অসাধু ব্যবসায়ীকে রক্ষা করতে লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর পকেট কাটার উদ্যোগ নিয়েছে বোর্ড।

বেড়ে যাবে দামও

এদিকে আগের বইকে বাজারে চালু রাখার অসৎ উদ্দেশ্যে পাঠ্যবইসমূহের অসংখ্য ভুলভ্রান্তিও সংশোধন করা হচ্ছে না; সংযোজন করা হচ্ছে না মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসের অধ্যায়গুলোও। উল্লেখ্য, বোর্ড কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে সংশোধন ও সংযোজন সংক্রান্ত একাধিক কমিটি গঠন করলেও তাদের কোন প্রকার কর্মকাণ্ড চোখে পড়ছে না। একটি সূত্রের মতে, সংশোধন করলে বাজারে চালু অবৈধ বইগুলো বাতিল হয়ে যাবে--এ আশঙ্কাতেই তারা কাজকর্ম করছে ঢিমেতালে। মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বেসাতি চলছে গত তিন বছর ধরেই। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের একটি শ্রেণীর অতি লোভের কারণে '৯৬ সালে সারা দেশে পাঠ্য পুস্তকের নজিরবিহীন সঙ্কট দেখা দেয়। এর পরের বছর মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের বিষয়টি চলে আসে, উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে। সেবার বলা হয়, এর পর থেকে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমেই যথাসম্ভব কমমূল্যে এবং উন্নত কাগজের বই ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেয়া হবে। কিন্তু টেক্সট বুক বোর্ডের একটি স্বার্থান্বেষী চক্রের কারণে সরকারের সেই মহৎ উদ্দেশ্য কখনই আর বাস্তবায়িত হয়নি। '৯৮ সালে প্রকৃতপক্ষে কোন টেন্ডার হয়নি। প্রকাশকদের কাছ থেকে প্রতিযোগিতামূলক দর চাওয়া হয়নি, বরং পূর্ববর্তী বছরের দরেই কে কত কপি ছাপতে পারবে সে বিষয়ে সম্মতিপত্র চাওয়া হয়েছিল। বোর্ডের এই উদ্ভট সিদ্ধান্তের কারণে সে বছর দেশের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক কিনতে কমপক্ষে ২৫ কোটি টাকা বাড়তি ব্যয় করতে হয়েছে। এরপর '৯৯ সালের শিক্ষাবর্ষের জন্য মাত্র তিনটি নতুন বই ছাড়া বাকি পাঠ্যপুস্তকের জন্য কোন দরপত্রই হয়নি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলেছে, পূর্ববর্তী বছরের প্রচুর বই বাজারে থাকার কারণেই নাকি নতুন বই ছাপানো হয়নি। কিন্তু পূর্ববর্তী বছরের এ বিপুল সংখ্যক বই কিভাবে অবিক্রীত অবস্থায় থেকে গেল– সে বিষয় কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেনি তারা। একাধিক পুস্তক ব্যবসায়ীর মতে--প্রকাশকদের একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে প্রটেকশন দিতেই বুক বোর্ড এ ধরনের উদ্ভট সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল। বোর্ডের নতুন বই প্রকাশ না করার সেই সিদ্ধান্তের কারণে বাজার সয়লাব হয়ে গিয়েছিল নিম্নমানের নকল বইয়ে।

বই প্রকাশের সংখ্যার দিক দিয়ে এবারও একটি ষড়যন্ত্র চলছে বলে অনেকে অভিযোগ করেছে। বোর্ড তাদের বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, বিভিন্ন শ্রেণীর ৬০টি বই তারা ১ কোটি ২০ লাখ কপি ছাপবে। তবে কোন্ বই কত ছাপবে এ বিষয়টি পরিষ্কার করেনি। কেন এ রকম রহস্য করছে তারা সে বিষয়ে কোন ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়নি। ফলে প্রকাশকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে হতাশা। এ রকম অন্ধকারে থেকে কতজন প্রকাশক বই প্রকাশে আগ্রহী হবেন –তা নিয়েও রয়েছে শঙ্কা।